بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে এক জলসায় এক ব্যক্তি তার বক্তৃতায় বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাত এবং অন্যান্য মুসলমানদের মাঝে পার্থক্য কেবল এতটুকুই যে, তারা বিশ্বাস করে, হযরত ঈসা (আ.) আকাশে চলে গেছেন আর আমাদের বিশ্বাস হলো, মারা গেছেন, এছাড়া আমাদের এবং তাদের মাঝে আর তেমন কোন বিতর্কের বিষয় নেই। এই কথার মাধ্যমে যেহেতু তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয় না তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শরীর ভালো না থাকা সত্ত্বেও এই কথাটি আমলে নেন এবং বলেন, পার্থক্য কেবল এতটুকুই নয়। এ বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য তিনি (আ.) স্বয়ং ১৯০৫ সনের ২৭শে ডিসেম্বর একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেন, আমার আগমনের উদ্দেশ্য কেবল এতটুকু পার্থক্য স্পষ্ট করাই নয়, এতটুকু বিষয় বা এই সামান্য কাজের জন্য খোদা তা'লার এই জামাত প্রতিষ্ঠার কোন প্রয়োজন ছিল না বরং আরো অনেক কথা রয়েছে। তিনি (আ.) তাঁর বক্তৃতায় অনেক বিষয় বর্ণনা করেন। ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়টিও তিনি উল্লেখ করেন এবং বলেন, ঠিক আছে, তাদের এবং আমাদের মাঝে এটিও একটি পার্থক্য। এছাড়া তিনি বলেন, মুসলমানদের ব্যবহারিক অবস্থা সত্যিকার অর্থে বিকৃতির শিকার হয়ে পড়েছে, আর এ সম্পর্কে তিনি বিশদ আলোচনা করেন। এই ব্যবহারিক অবস্থা সংক্রান্ত সেসব কথা তিনি তুলে ধরেছেন যা মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ হচ্ছিল এবং যার সংশোধনের উদ্দেশ্যে খোদা তা'লা তাঁকে পাঠিয়েছেন। সেগুলোর একটি হলো, মিথ্যা পরিহার এবং সত্যবাদিতা অবলম্বন। তিনি এ প্রেক্ষাপটে জামাতকে নসীহত করেন যে, নিজেদের সত্যের মানকে উন্নত কর এবং তোমাদের ও অন্যদের মাঝে এই পার্থক্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ কর। শুধু ঈমান আনা এবং তাঁর প্রেরিত হওয়ার বিষয়টিকে সত্য মনে করা কোন কাজে আসবে না। এখন আমি তাঁর (আ.) ভাষায় এ বিষয়গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। যদি আমাদের সবাই সততার সাথে, ন্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মজিজ্ঞাসা করে তাহলে অনেকেই এমন আছে যাদের নিজেদের সামনেই স্পষ্ট হবে যে, যে-ই মান অর্জনের প্রতি জামাতের দৃষ্টি থাকা চাই এবং যেদিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন তা এখনো অর্জন হয়নি। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনেও সত্যিকার মু'মিনের এ লক্ষণই উল্লেখ করেছেন, 'لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ' অর্থাৎ তারা মিথ্যা স্বাক্ষ্য দেয় না (সূরা আল্ ফুরক্বান: ৭৩)। শির্ক এবং মিথ্যা সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, এগুলো এড়িয়ে চল। শির্ক এবং মিথ্যাকে একই সাথে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ মিথ্যা শির্কের মতোই একটি পাপ। আল্লাহ্ তা'লা

‘الزُّورَ’ শব্দ ব্যবহার করেছেন যা আমি পূর্বেই পড়েছি। এর অর্থ হলো,‘মিথ্যা, অসত্য কথা বলা এবং মিথ্যা স্বাক্ষ্য দেয়া, আল্লাহ্ তা’লার সাথে কাউকে শরীক করা, এমন বৈঠক বা এমন স্থান যেখানে সচরাচর মিথ্যা বলা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে গান বাজনার আসর, মিথ্যা এবং বাজে কথা-বার্তার আসর এ সবই মিথ্যার অন্তর্গত। অতএব মু’মিন এবং আল্লাহ্ তা’লার প্রকৃত বান্দা তারা যারা মিথ্যা বলে না, যারা এমন সব স্থানে যায় না যেখানে বাজে কার্যকলাপ চলে এবং মিথ্যাবাদীদের আসর বসে। তারা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বান্দারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করে না, এমন স্থানেও যায় না যেখানে পৌত্তলিকতায় কলুষিত কার্যকলাপ চলছে। আর এছাড়া তারা কখনো মিথ্যা স্বাক্ষ্যও দেয় না। অতএব আমাদের সবাই যদি এভাবে মিথ্যাকে এড়িয়ে চলে তাহলে নিজেদের জীবনে এমন এক পরিবর্তন আনতে পারে যা মানুষকে প্রকৃত মু’মিনে পরিণত করে।

যাহোক, এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বক্তৃতার সেই অংশ তুলে ধরবো যা মিথ্যা সম্পর্কে তিনি প্রদান করেছেন। এটি মনোযোগ সহকারে শুনুন। আমাদের অনেকেই এমন আছে বা একটি বড় অংশ এমন আছে যাদের এ বিষয়টি নিয়ে ভাবা এবংপ্রণিধানের প্রয়োজন রয়েছে। মুসলমানদের বিকৃতির শিকার হওয়া এবং তাদের ভেদাভেদের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

মুসলমানদের মাঝে আভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণ হলো, জগতের প্রতি মোহ (জগতপ্রেম নিয়ে আলোচনা করছিলেন তিনি। বলেন, এই জগতের প্রতি আকর্ষণই মুসলমানদের মাঝে বিভেদের কারণ) কেননা যদি খোদার সন্তুষ্টিই অগ্রগণ্য হতো তাহলে সহজেই বোঝা যেত যে, অমুক ফির্কার নীতিগুলো বেশি স্বচ্ছ এবং এরা সবাই তা গ্রহণ করে এক হাতে ঐক্যবদ্ধ হতো। এখন জগতের প্রতি মোহের কারণে এই ব্যাধি যেখানে মাথাচাড়া দিচ্ছে সেখানে এমন লোকদের কীভাবে মুসলমান বলা যেতে পারে যখন কিনা তারা হযরত মহানবী (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করছে না। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা’লা বলেছেন, ‘قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ’ অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্ তা’লাকে ভালোবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহ্ তা’লাও তোমাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেন (সূরা আলে ইমরান: ৩২)। এখন খোদাপ্রেম এবং মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের পরিবর্তে জগতের ভালোবাসাকেই বা জগতের প্রতি মোহকেই অগ্রগণ্য করা হয়েছে। (তিনি প্রশ্ন করছেন,) ধর্ম ছেড়ে দিয়ে জগতের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছ— এটিই কি মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ? মহানবী (সা.) কি জগত-পূজারী ছিলেন? তিনি কি সুদ খেতেন? তিনি কি আবশ্যকীয় দায়িত্ব এবং খোদার আদেশ-নিষেধ পালনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করতেন? তাঁর মাঝে কি নাঊযুবিল্লাহ্ কপটতা ছিল? তিনি কি চাটুকার ছিলেন? তিনি কি ইহজগতকে ধর্মের ওপর প্রাধান্য দিতেন? একটু ভেবে দেখ! তাঁকে অনুসরণের অর্থ হলো, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা। তিনি ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিতেন, জাগতিকতাকে ধর্মের ওপর নয়। এরপর দেখ! খোদা তা’লা কীভাবে মানুষকে কৃপাধন্য করেন।

সাহাবীরা সেই রীতি-নীতিই অনুসরণ করেছেন এরপর দেখ, খোদা তা'লা তাদের কোথেকে কোথায় পৌঁছিয়েছেন। তারা দুনিয়াকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং জগতের মোহ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে ছিলেন। কামনা-বাসনার ওপর এক মৃত্যু আনয়ন করেছেন। তোমরা তাদের অবস্থার সাথে নিজেদের অবস্থার তুলনা করে দেখ! তোমরা কি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছো? পরিতাপ! এখন মানুষ বোঝে না যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের কাছে কি চান।

'রাসু কুল্লে খাতিআতীন' (অর্থাৎ সকল পাপের মূল অর্থাৎ মিথ্যা) অনেক পাপের জন্ম দিয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, এখন মানুষ দু'পয়সার জন্য আদালতে গিয়ে মিথ্যা স্বাক্ষ্য প্রদানে এতটুকুও লজ্জবোধ করে না। উকিলরা বা আইনজীবিরা কসম খেয়ে বলতে পারে কি যে, তারা সব সত্য স্বাক্ষী উপস্থাপন করে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবের বরাতে একটি ঘটনা শোনান। তিনি বলেন, মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব বলেন, একবার আমার কাছে এক ব্যক্তি আসে যে আমার পূর্বপরিচিত ছিল। তার মোকদ্দমার তারিখ ছিল এবং স্বাক্ষী হাজির করার দিন ছিল। সে বলে, আমাকে পরের তারিখ দিন, আমার স্বাক্ষী আসেনি। হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব তাকে হাসি-ঠাট্টার ছলে বলেন, আমি তোমাকে বুদ্ধিমান মনে করতাম, অথচ তুমি তো বড় নির্বোধ প্রমাণিত হলে। স্বাক্ষী কোথায় পাবে? বাইরে যাও কাউকে আট আনা বা এক রুপি দিলেই সে স্বাক্ষী হিসেবে আদালতে উপস্থিত হয়ে যাবে। সে বাইরে যায় এবং কিছুক্ষণ পর দু'তিন জনকে নিয়ে আসে। হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব যখন স্বাক্ষীকে জেরা করেন সে উত্তর দেয় যে, হ্যাঁ আমি দেখেছি, এভাবে ঘটনা ঘটেছে। হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব বলেন, আমি মনে মনে হাসছিলাম বরং তাদের সামনেই হাসছিলাম কেননা; আমার কথাতেই সে বাইরে গিয়েছে, স্বাক্ষী নিয়ে এসেছে আর স্বাক্ষী কত নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তা'লার কসম খেয়ে কুরআন হাতে নিয়ে মিথ্যা বলছে! তাদের স্বাক্ষ্য প্রদান শেষ হওয়ার পর আমি বললাম, কুরআন হাতে নিয়ে কুরআনের নামে মিথ্যা স্বাক্ষ্য দিতে তোমাদের লজ্জা হয় না? অথচ আমার বলার পর আমার সামনেই বাইরে থেকে স্বাক্ষী নিয়ে এসেছ। অতএব এহলো স্বাক্ষীদের অবস্থা আর আজও একই অবস্থা বিরাজমান। আমাদের জামাতের বিরুদ্ধে যেসব মামলা-মোকদ্দমা চলছে তাতে প্রায়সই এমনটি দেখা যায়। অনেক মানুষ যারা জানেও না কেন এসেছে, তারাও মামলায় স্বাক্ষী হিসেবে এসে যায় হয়। যাহোক তিনি (আ.) বলেন,

আজ যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখ না কেন পৃথিবীর অবস্থা বড়ই স্পর্শকাতর বা শোচনীয়। মিথ্যা স্বাক্ষী বা মিথ্যা মামলা দায়ের করা তো কোন ব্যাপারই নয় বরং জাল সনদ বা কাগজ-পত্র ও ডকুমেন্টও বানিয়ে নেয়া হয়। (কোন সরকারী কর্মকর্তাকে পয়সা দিয়ে অনায়াসে কাগজ-পত্র বানানো যায়) কোন কথা বললে সত্যকে বাদ দিয়ে কথা বলে (অর্থাৎ সত্য থেকে দূরেই অবস্থান করে আর আজকালকার অবস্থা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি শোচনীয়)। এখন যারা এই জামাতের

প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না, কারো উচিত হবে এদের জিজ্ঞেস করা যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কি এই ধর্মই নিয়ে এসেছিলেন? (জামাতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি নৈতিক চরিত্রকে উপস্থাপন করেন এবং বলেন, কেবল একথা বলা যে, ঈসা (আ.) আকাশে নেই, তিনি ইন্তেকাল করেছেন, যার আসার কথা ছিল তিনি এসে গেছেন, এটিই সবকিছু নয় বরং উন্নত নৈতিক চরিত্রে সজ্জিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে আর এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পাঠিয়েছেন)। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা মিথ্যাকে নোংরামি বা অপবিত্রতা আখ্যা দিয়ে বলেন, এটি বর্জন কর বা এড়িয়ে চল। 'فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ' (সূরা আল্ হাজ্জ: ৩১) এখানে মূর্তিপূজা বা প্রতিমা-পূজা এবং মিথ্যাকে একই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, যেভাবে এক নির্বোধ ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ছেড়ে দিয়ে পাথরের সামনে সিজদাবনত হয় অনুরূপভাবে সত্য এবং সততাকে বিসর্জন দিয়ে মিথ্যাবাদী নিজের স্বার্থে মিথ্যাকে প্রতিমার আসনে বসায়। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা এটিকে মূর্তিপূজা বা প্রতিমা-পূজার সাথে একসাথে বর্ণনা করেছেন এবং এর সাথে তুলনা করেছেন। যেভাবে এক মূর্তিপূজারী মূর্তির কাছে মুক্তির জন্য হাত পাতে অনুরূপভাবে মিথ্যাবাদীও মিথ্যার কাছে পরিত্রাণ চায় এবং মনে করে এই মিথ্যার মাধ্যমেই সে পরিত্রাণ পাবে। দেখুন, কত বড় বিকৃতি দেখা দিয়েছে! যদি বলা হয়, কেন প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হচ্ছ? এই নোংরামি বা অপবিত্রতাকে পরিহার কর তাহলে তারা বলে, কীভাবে এটি পরিহার করা সম্ভব, এটি ছাড়া যে চলে না। এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে যে, তারা মিথ্যাকেই সফলতার চাবিকাঠি মনে করে। কিন্তু আমি তোমাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, চুড়ান্তপর্যায়ে সত্যই সফল হয় আর কল্যাণ এবং বিজয় এরই হয়ে থাকে।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর নিজের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি (আ.) বলেন,

২৭/২৮ বছর বা এরও কিছু বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে থাকবে, এই অধম ইসলামের সমর্থনে আর্যদের বিপক্ষে অমৃতসরস্থ রেলিয়া রাম নামের এক খ্রিস্টান আইনজীবির ছাপাখানায় একটি পত্রিকাও ছাপাতো, একটি প্রবন্ধ ছাপার জন্য উভয়দিক খোলা একটি প্যাকেটে ভরে পাঠায়। (আপনাদের অনেকেই এই ঘটনা শুনে থাকবেন এবং বর্ণনাও করে থাকবেন, কিন্তু শুধু বর্ণনাই সার, এর ওপর আমাদের কতক আমলও করে না)। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি একটি চিঠিও এই প্যাকেটে ঢুকিয়ে দেই। পত্রে যেহেতু এমন কিছু শব্দ ছিল যাতে ইসলামের সমর্থন এবং অন্যান্য ধর্মের অসারতার প্রতি ইঙ্গিত ছিল আর প্রবন্ধ ছাপার জন্য জোরও দেয়া হয়েছিল তাই সেই খ্রিস্টান ধর্মীয় বিরোধিতার কারণে ক্ষেপে যায়। আর দৈবক্রমে শত্রুতাপ্রসূত আক্রমনের জন্য যে সুযোগ তার হস্তগত হয় তাহলো, কোন প্যাকেটে এভাবে পত্র রাখা আইনত অপরাধ ছিল আর এই অধমের তা আদৌ জানা ছিল না। ডাক বিভাগের আইন অনুসারে এমন অপরাধের শাস্তিস্বরূপ পাঁচশ' রুপি জরিমানা বা ছয় মাসের কারাদন্ড হয়ে থাকে। তাই সে গোয়েন্দাগিরি করে ডাক বিভাগের কর্মকর্তাদের দ্বারা এই অধমের বিরুদ্ধে একটি মামলা করায়। এই মোকদ্দমার কোন সংবাদ পাওয়ার

পূর্বেই স্বপ্নে আল্লাহ্ তা'লা আমার কাছে প্রকাশ করেন যে, রেলিয়ারাম উকিল আমাকে দংশনের জন্য একটি সাপ পাঠিয়েছে আর আমি সেই সাপকে মাছের মতো ভেজে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি জানি এটি এ কথার প্রতি ইঙ্গিত যে, অবশেষে আদালতে যেভাবে সেই মামলার নিস্পত্তি হয় এটি এমন একটি দৃষ্টান্ত যা উকিল বা আইনজীবিদের কাজে আসতে পারে।

বস্তুত এই (তথাকথিত) অপরাধে আমাকে গুরুদাসপুর জেলার সদরে তলব করা হয় আর যেসব উকিলের কাছে মামলার বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হয় তাদের সবার একটাই পরামর্শ ছিল যে, মিথ্যা বলা ছাড়া এ থেকে পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় নেই আর তারা পরামর্শ দেয়, এভাবে বিবৃতি দিন যে, আমরা প্যাকেটে চিঠি রাখিনি, রেলিয়ারাম নিজেই হয়তো তা রেখে দিয়ে থাকবে। আর আমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলে, এভাবে বললে স্বাক্ষীর কথায় সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে এবং দু'চার জন মিথ্যা স্বাক্ষী উপস্থাপন করলে মামলার নিস্পত্তিও হয়ে যাবে (তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মিথ্যা স্বাক্ষী উপস্থাপন করার পরামর্শ দিচ্ছিল) নতুবা (উকিলরা বলে,) আপনার অনুকূলে মামলার নিস্পত্তি হওয়া খুব কঠিন আর আপনার মুক্তির কোন উপায় থাকবে না। (কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,) আমি তাদের সবাইকে উত্তর দিলাম, আমি কিছুতেই সততাকে বিসর্জন দিতে পারবো না, যা হওয়ার হবে। সে দিনই বা পরের দিন আমাকে এক ইংরেজের আদালতে হাজির করা হয় আর আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সরকারী বাদী হিসেবে ডাক বিভাগের একজন কর্মকর্তা উপস্থিত হয়। তখন বিচারক নিজ হাতে আমার বিবৃতি লিখেন এবং সর্বপ্রথম আমাকে এই প্রশ্নই করেন, এই পত্র কি আপনি নিজে প্যাকেটে রেখেছিলেন, এই প্যাকেট এবং এই পত্র কি আপনার? আমি এক মুহূর্ত কালক্ষেপণ না করে বলি, এটি আমারই চিঠি আর আমারই প্যাকেট আর আমিই এই পত্র প্যাকেটে রেখে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু দুরভিসন্ধিমূলকভাবে আমি এমনটি করিনি (সরকারের ক্ষতির উদ্দেশ্যে বা রাজস্ব নষ্ট করার জন্য এমনটি করিনি) বরং আমি এই পত্রকে প্রবন্ধ থেকে পৃথক মনে করিনি আর এতে ষড়যন্ত্রমূলক কোন কথাও ছিল না। একথা শুনতেই আল্লাহ্ তা'লা সেই ইংরেজের হৃদয়কে আমার প্রতি আকৃষ্ট করেন। আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ডাক বিভাগের কর্মকর্তা অনেক হৈচৈ করে এবং ইংরেজি ভাষায় অনেক দীর্ঘ বক্তৃতা করে যা ছিল আমার জন্য দুর্বোধ্য। কিন্তু আমি এতটা বুঝতে পেরেছি যে, প্রত্যেক বক্তৃতার পর ইংরেজি ভাষায় সেই বিচারক নো নো বলে তার সব যুক্তি প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে সেই বাদী কর্মকর্তা যখন সকল যুক্তি উপস্থাপন শেষ করে এবং হৃদয়ের সকল বিদ্বেষ প্রকাশ করার কাজ শেষ করে তখন বিচারক তার সিদ্ধান্ত লেখার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। হয়তো এক বা দেড় লাইন লিখেই তিনি আমাকে বলেন, ঠিক আছে আপনি যেতে পারেন। একথা শুনে আমি আদালত কক্ষের বাইরে আসি আর আমার পরম অনুগ্রহশীল খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যিনি এক ইংরেজ কর্মকর্তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাকেই বিজয় দান করেছেন। আমি খুব ভালোভাবে জানি, তখন সততার বা সত্যের কল্যাণেই আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই পরীক্ষা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমি ইতোপূর্বে স্বপ্ন দেখেছিলাম, একজন আমার টুপি খুলে ফেলার জন্য

হাত মারে। আমি জিজ্ঞেস করি, কি করছো? সে তখন টুপি আমার মাথার ওপরেই থাকতে দেয় এবং বলে, এই টুপি এখানে থাকাই ঠিক হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি কীভাবে বলবো যে, মিথ্যা ছাড়া চলে না? এগুলো সব বাজে কথা-বার্তা। আসল কথা হলো, সত্য ছাড়া মানুষের চলে না। আমি আজও যখন এই ঘটনা (অর্থাৎ ডাকখানার মোকদ্দমা সংক্রান্ত ঘটনা) স্মরণ করি তখন এক প্রকার স্বাদ বা আনন্দ পাই। এই ঘটনা স্মরণে আমি আনন্দ পাই আর উপভোগ করি যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করেছি। তিনি আমাদের খেয়াল রেখেছেন আর এমনভাবে আমাদের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন যা নিদর্শন প্রমাণিত হয়েছে। 'وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ' । অর্থাৎ যে সম্পূর্ণরূপে খোদা তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল করে বা নির্ভর করে খোদা তার জন্য যথেষ্ট (সূরা আত্ তালাক্: ৪)। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখ! মিথ্যার মতো জঘন্য আর কিছুই নেই। সচরাচর এই পৃথিবীর মানুষ বলে, মিথ্যা না বললে মানুষ গ্রেফতার হয়ে যায় কিন্তু আমি একথা কীভাবে মানতে পারি। আমার বিরুদ্ধে সাতটি মামলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কোন একটিতেও আমাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়নি। কেউ বলুক, কোন একটিতেও কি খোদা আমাকে পরাজিত করেছেন? আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং সত্যের তত্ত্বাবধায়ক এবং সাহায্যকারী। তিনি সত্যবাদীকে শাস্তি দিবেন এমনটি হতে পারে কি? এমনটি যদি হয় তাহলে পৃথিবীর কেউ আর সত্য বলার সাহস দেখাবে না আর আল্লাহ্‌র ওপর থেকে বিশ্বাসই হারিয়ে যাবে। সততার পূজারীরা তো তাহলে জীবিতই মারা যাবে।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, আসল কথা হলো, সত্য বললে যারা শাস্তি পায় তা সত্য বলার কারণে নয়। কেউ যদি কোন মামলায় বা মোকদ্দমায় সত্য বলে আর সত্য বলার পর যদি শাস্তি পায় তাহলে তা সত্য বলার কারণে নয় বা মিথ্যা বললে শাস্তি পেত না এমনটি নয় বরং সেই শাস্তি তাদের গুপ্ত এবং প্রচ্ছন্ন কোন পাপাচারিতার কারণে হয়ে থাকে (অন্যান্য যে পাপ করে অনেক সময় সেই পাপেরই শাস্তি হয়ে থাকে এটি) অথবা অন্য কোন মিথ্যার শাস্তি হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার কাছে তাদের সমস্ত পাপ ও দুস্কৃতির সম্যক জ্ঞান রয়েছে। তাদের অনেক ভুল-ভ্রান্তি এবং পাপ রয়েছে, কোন না কোন দিন তারা এ সবের শাস্তি পায়।

অনেক সময় এ পৃথিবীতেও আমরা দেখতে পাই, একটি পাপ ছোটখাট পাপ হয়ে থাকে কিন্তু তার জন্য মানুষ অনেক বড় শাস্তি পায়। এ সংক্রান্ত একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, বাটালা নিবাসী আমার একজন শিক্ষক ছিলেন যার নাম হলো, গুল আলী শাহ্। তিনি শের শিং এর পুত্র প্রতাপ শিং-কে পড়াতেন। তিনি বলেন, একবার শের শিং তার বাবুর্চিকে নিছক লবন-মরিচের আধিক্যের কারণে বেদম প্রহার করে। তিনি (অর্থাৎ গুল আলী সাহেব) যেহেতু সরল প্রকৃতির ও সাদাসিদে মানুষ ছিলেন, শের শিং-কে বলেন, আপনি (একে মেরে) অনেক বড় অন্যায় করেছেন (সে তো শুধু খাবারে একটু বেশি লবনই বেশী দিয়েছিল)। শের শিং তখন বলে, মৌলবী সাহেব আপনি জানেন না, সে আমার একশ'টি বকরা খেয়েছে । অনুরূপভাবে মানুষের অপকর্মের একটা

স্তুপ জমে যায়, কোন এক সময় সে ধরা পড়ে আর এর শাস্তি পায়। তিনি (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি সত্য অবলম্বন করবে সে কোনদিন লাঞ্ছিত হবে এমনটি হতেই পারে না, কেননা সে খোদা তা'লার নিরাপত্তার ছায়ায় থাকে। আল্লাহ্‌র নিরাপত্তার মত অন্য কোন নিরাপদ দূর্গ বা বেষ্টনী নেই কিন্তু অসম্পূর্ণ বা অকেজো বিষয় কাজে আসে না। কেউ কি বলতে পারে যে, চরম পিপাসার সময় কেবল এক বিন্দু পান করাই যথেষ্ট হবে বা চরম ক্ষুধার সময় একটি শস্যদানা বা এক গ্রাস খেলেই সে পরিতৃপ্ত হবে? মোটেই নয়, বরং যতক্ষণ পর্যন্ত পুরো তৃপ্তির সাথে পানি পান না করে বা খাবার না খায় মানুষ শান্তি পেতে পারে না। অনুরূপভাবে কর্ম যতক্ষণ পর্যন্ত পরম মার্গের না হবে সেই ফলাফল সৃষ্টি হতে পারে না যা হওয়া উচিত। ত্রুটিপূর্ণ কর্ম আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করতে পারে না আর তা বরকতও বয়ে আনতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি হলো, আমার ইচ্ছা অনুসারে কাজ কর, তবেই আশিস মণ্ডিত করবো।

তিনি (আ.) আরো বলেন, এ কথাগুলো জগত-পূজারীদের নিজেদের বানানো যে, মিথ্যা এবং প্রতারণা ছাড়া চলেই না। কেউ বলে, অমুক ব্যক্তি মোকদ্দমায় সত্য বলার কারণে চার বছরের জন্য কারাগারে প্রেরিত হয়েছে, আমি বলবো, এগুলো সব কাল্পনিক কথা যা তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে মাথায় দানা বাধে।

তিনি (আ.) বলেন, পরাকাষ্ঠা অর্জন কর যেন পৃথিবীতে প্রিয়ভাজন হতে পারো। নিজেদের দুর্বলতাই মিথ্যার কারণ হয়। যদি পুণ্যের প্রতি দৃষ্টি থাকে, তাতে উন্নতির চেষ্টা থাকে, আল্লাহ্‌র ওপর যদি ভরসা বা তাওয়াক্কুল থাকে তাহলে মানুষ এভাবে শাস্তি পায় না (এগুলো দুর্বলতার ফলেই হয়ে থাকে, দুর্বলতার ফলেই মানুষ শাস্তি পায়)। পরাকাষ্ঠা এমন ফলাফল সৃষ্টি করতে পারে না। এক ব্যক্তি মোটা খদ্দরের চাদরে সুঁই-এর ফোঁড় দিয়ে সে দর্জি হয়ে যায় না। (অর্থাৎ কেউ যদি খদ্দরের চাদর কিছুটা হাতে সেলাই করে নেয় তাহলে এর ফলে বলা যায় না যে, সে অনেক ভাল দর্জি আর ভালো সেলাই জানে) আর এটি আবশ্যক নয় যে, উন্নত মানের রেশমী কাপড়ও সে সেলাই করতে পারে। যদি তাকে এমন কাপড় দেয়া হয় তাহলে ফলাফল যা হবে তাহলো সে তা নষ্ট করবে। অতএব এমন পুণ্য বা সৎকর্ম যাতে অপবিত্রতার মিশ্রণ থাকে তা কোন কাজের নয়, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে এর কোন মূল্যই নেই। কিন্তু এরা এটি নিয়ে গর্ব করে আর এর মাধ্যমেই মুক্তি চায়। যদি আন্তরিকতা থাকে, আল্লাহ্ তা'লা বিন্দু পরিমাণ পুণ্যও বৃথা যেতে দেন না বা নষ্ট হতে দেন না। তিনি নিজেই বলেছেন **'فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ'** [অর্থাৎ যে বিন্দু পরিমাণ সৎকর্ম করবে সে এর ফলাফল দেখবে আর ফল পাবে (সূরা আল্ যিলযাল: ৮)]। তাই যদি বিন্দু পরিমাণ সৎকর্মও থেকে থাকে তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে সে এর প্রতিদান পাবে। তাই এত নেককর্ম করার পরও মানুষ কেন ফল পায় না? এর আসল কারণ হলো, তার মাঝে নিষ্ঠা বা আন্তরিকতা নেই, নেককর্মের জন্য নিষ্ঠা বা আন্তরিকতা হলো পূর্বশর্ত। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেন, **'مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ'** (সূরা আল্ আ'রাফ: ৩০) এই নিষ্ঠা এবং

আন্তরিকতা তাদের মাঝে থাকে যারা 'আবদাল' হয়ে থাকে, যারা নিজেদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন আনে (আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ধর্মকে বিশুদ্ধভাবে খোদার সন্তুষ্টির জন্য অনুসরণ করা উচিত)।

এই কথাগুলোই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন এবং গভীর বেদনার সাথে বর্ণনা করেছেন। আমি যেমনটি বলেছি, তিনি এই দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো বর্ণনা করেছেন যে, ঈসা (আ.)-এর আকাশ থেকে আসা বা না আসার বিশ্বাসের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, নিজেকে শির্ক বা বহুশ্বরবাদ থেকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র কর আর তোমার ব্যবহারিক আচরণ এমন হওয়া উচিত যাতে শির্কের বিন্দুমাত্র নাম গন্ধও থাকবে না। সত্য প্রতিষ্ঠিত কর আর মিথ্যার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন কর। এখন একথাগুলোকে সামনে রেখে সব আহমদীর ভেবে দেখাস উচিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি কথা আমি এখানে উপস্থাপন করছি। মামলা-মোকদ্দমার সময় দেখুন! আমরা মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছি না তো? এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভের উদ্দেশ্যে আমরা মিথ্যা বলছি না তো? বিয়ে- শাদীর সময় আমরা মিথ্যা বলি না তো? সকল অর্থে আমরা কি সত্য ও সরলতার আশ্রয় নিয়ে থাকি এবং সততার আশ্রয় নিয়ে থাকি? ছেলে এবং মেয়ে সম্পর্কে সকল তথ্য কি সঠিক দেয়া হয়? সরকারের কাছ থেকে সোশ্যাল ওয়েল ফেয়ার ভাতা নেয়ার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হচ্ছে না তো? এ বিষয়ে অনেকের ব্যাপারেই অপছন্দনীয় কথা-বার্তা সামনে আসে, আয় গোপন করে সরকারের কাছ থেকে ভাতা নেয় আর এ কারণে করও আদায় করা হয় না, কর ফাঁকি দেয়া হয়। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, এখন পৃথিবীতে সার্বিক যে অর্থনৈতিক মন্দা বিরাজমান, সব দেশের সরকারই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বা হয়ে গেছে আর না হয়ে থাকলেও অচিরেই হবে। এ কারণে বিভিন্ন দেশের সরকার বিষয়ের গভীরে গিয়ে সত্য উৎঘাটনের চেষ্টা করছে এবং করবে। সরকারের সামনে যদি কোন দুর্নীতি আসে তাহলে তা যেখানে সেই ব্যক্তির জন্য সমস্যার কারণ হবে সেখানে জামাতের জন্যও দুর্নাম বয়ে আনবে যদি তারা এটি জানতে পারে যে, এই ব্যক্তি আহমদী।

অতএব যে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছে তার জাগতিক স্বার্থকে অগ্রগণ্য করা উচিত নয়। স্বল্প আয়ের মাঝে দিনাতিপাত করে মিথ্যা এড়ানোর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা উচিত।

এরপর রয়েছে এ্যাসাইলেম বা অভিবাসনের বিষয়াদি। এ ক্ষেত্রেও আত্মবিশ্লেষণ করুন, মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হচ্ছে না তো? নিশ্চয় উকিল বা আইনজীবিরা এরজন্য প্ররোচিত করে আর চিরাচরিতভাবে এ রীতিই তাদের চলে আসছে। যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, তাঁকেও উকিলরা বলেছিল, মিথ্যা বলুন এবং মিথ্যা স্বাক্ষী নিয়ে আসুন আদালতে। একই ভাবে ওহদাদার বা পদাধিকারীরাও আত্মবিশ্লেষণ করুন, রিপোর্টে তারা মিথ্যা বলেন না তো, বা এমন কোন কথা বাদ দেয় না তো যা গুরুত্বপূর্ণ। আমি পূর্বেও একবার খুতবায় বলেছিলাম, অনেক সময় মিথ্যা না বললেও যদি একশতভাগ সত্য বলা না হয় তাহলে তাও অন্যায়। তাক্বওয়ার ভিত্তিতে বিষয়াদির সুরাহা হওয়া উচিত। তাই বিষয়কে গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

নিজের স্বার্থের গন্ডি থেকে বেরিয়ে, নিজের আমিত্বের গন্ডি অতিক্রম করে খোদাভীতিকে দৃষ্টিতে রেখে সবার বিষয়াদির সুরাহা বা নিষ্পত্তি করা উচিত। যদি সবকিছু এভাবে করা না হয় তাহলে হযরত মসীহ্ মওউদ আ.) যেমনটি বলেছেন, এসব কিছু জগতের মোহেরই বহিঃপ্রকাশ আর জগতের মোহ, হযরত মসীহ্ মওউদ আ.) যেমনটি বলেছেন, মানুষকে বিভেদের দিকে নিয়ে যায়। বিভেদের ফলশ্রুতিতে জানা কথা যে, জামাতের ঐক্যও আর বজায় থাকে না বা অন্ততঃপক্ষে সেই সমাজে বা সেই গণ্ডিতে নৈরাজ্য দেখা দেয়। আর যেই ঐক্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সৃষ্টি করতে এসেছেন, তা বিলুপ্ত হয়। জগতের প্রতি মোহের কারণেই অন্যান্য ফির্কার জন্ম হয়েছে আর এটিও তখন সেই ধরনেরই একটি ফির্কায় রূপ নেবে। এক কথায় এক পাপ থেকে বহু পাপের জন্ম হয় যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ আ.) নিজেই বলেছেন, পাপের তখন শাখা-প্রশাখা গজায়। অতএব আহমদী হিসেবে অনেক দায়িত্ব আমাদের ওপর ন্যস্ত হয় যা সামনে রাখা উচিত। সত্যিকার আহমদী সে, যে মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসারে জীবন যাপনের চেষ্টা করে আর খোদার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এই ধারাবাহিকতায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

স্মরণ রেখ! যে আল্লাহ্‌র হয়ে যায় আল্লাহ্ তার হয়ে যান আর আল্লাহ্ তা'লা কারো প্রতারণার শিকার হন না। যদি কেউ লোক দেখানো ও প্রতারণার মাধ্যমে খোদাকে ঠকাতে পারবে বলে মনে করে তাহলে এটি তার নির্বুদ্ধিতা, সে নিজেই প্রতারিত হচ্ছে। দুনিয়ার সাজ-সজ্জা বা জগতের মোহ হলো সকল পাপ এবং ভ্রান্তির মূল। এর অন্ধ অনুকরণের মাধ্যমে মানুষ মানবতার গন্ডি থেকে বেরিয়ে যায় আর বোঝে না যে, আমি কি করছি আর আমার কি করা উচিত। বুদ্ধিমান মানুষ যেভাবে কারো প্রতারণার শিকার হতে পারে না, সেখানে প্রশ্ন হলো, খোদা তা'লা কীভাবে প্রতারিত হতে পারেন। কিন্তু এমন মন্দকর্মের মূল হলো জগত-প্রেম। সবচেয়ে বড় পাপ যা এখন মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থার মুখে ঠেলে দিয়েছে আর যাতে তারা নিমজ্জিত তাহলো এই জগত-প্রেম বা জাগতিকতার মোহ। চলা-ফেরা, উঠা-বসা, শয়নে-জাগরণে সর্বাবস্থায় তারা এই মোহে আচ্ছন্ন আর সেই সময়ের কথা একবার চিন্তাও করে না যখন তাদেরকে কবরস্ত করা হবে। এমন মানুষ যদি আল্লাহ্‌কে ভয় করতো, ধর্মের জন্য তাদের মাঝে যদি একটুও ব্যাথা-বেদনা থাকতো তাহলে তারা অনেক লাভবান হতো।

তিনি (আ.) বলেন, ফার্সী কবি সাদী বলেন, **'গার ওযীর আয খোদা বেতারসীদে'** হায়! মন্ত্রী যদি খোদাকে ভয় করতো, অর্থাৎ সামান্য চাকুরীর জন্য নিজেদের কাজে কত ধূর্ততার আশ্রয় নিয়ে থাকে কিন্তু যখন নামাযের সময় আসে তখন ঠান্ডা পানি দেখে ভয় পেয়ে যায়। এমন বিষয়াদি কেন সামনে আসে? এর কারণ হলো, হৃদয়ে খোদার মাহাত্ম্য নেই। যদি খোদা তা'লার বিন্দুমাত্র মাহাত্ম্য হৃদয়ে বিরাজ করতো আর মৃত্যুর বিশ্বাস থাকতো তাহলে সমস্ত আলস্য ও ঔসাসীন্য দূর হয়ে যাওয়ার কথা। তাই খোদার মাহাত্ম্য হৃদয়ে জাগ্রত রাখা উচিত, তাঁকে সব সময় ভয় করা উচিত, তার শাস্তি ভয়াবহ হয়ে থাকে, তিনি উপেক্ষা করেন, মার্জনা করেন কিন্তু কাউকে যখন ধৃত করেন তখন কঠোর

হস্তে ধৃত করেন, এমনকি 'لَا يَخَافُ عُقْبَاهَا' (সূরা আশ্ শামস: ১৬)। তিনি তখন আর এটি দেখেন না যে, তার উত্তরসূরীদের কি হবে। পক্ষান্তরে যারা খোদা তা'লাকে ভয় করে, খোদার মাহাত্ম্যকে হৃদয়ে গ্রথিত করে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সম্মানিত করেন আর স্বয়ং তাদের জন্য ঢাল হিসেবে কাজ করেন। হাদীসে আছে, **'মান কানা লিল্লাহে কানাল্লাহু লাহু'** অর্থাৎ যে খোদার হয়ে যায় আল্লাহ্ তা'লাও তার হয়ে যান। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, যারা এদিকে মনোযোগ দেয় এবং খোদার দিকে অগ্রসরও হতে চায় তাদের অধিকাংশ এটি চায় যে, রাতারাতিই তাদের এ লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যাক, তারা জানে না, ধর্মের বিষয়ে কত বড় ধৈর্যের প্রয়োজন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, জাগতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তারা দিন-রাত পরিশ্রম করে, দেয়ালে মাথা ঠোকে এবং সেক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করে। কৃষক বীজ বপন করে কত দীর্ঘ অপেক্ষায় থাকে। কিন্তু ধর্মীয় কাজের ক্ষেত্রে বলে, নিমেষেই ওলী বানিয়ে দিন, প্রথম দিনেই আরশে পৌঁছে যেতে চায় অথচ এই পথে তারা কোন পরিশ্রমও করেনি, কষ্টও করেনি আর কোন পরীক্ষা দেয়নি।

তিনি (আ.) বলেন, ভালোভাবে স্মরণ রেখ! এটি খোদা তা'লার আইন নয় বা খোদার নিয়ম এটি নয়, এখানে প্রতিটি উন্নতি ক্রমান্বয়ে হয়ে থাকে আর কেবল এটি বললেই আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হতে পারেন না যে, আমরা মুসলমান বা মু'মিন। তিনি নিজেই বলেন, ' أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ'। অর্থাৎ এরা কি মনে করে, আল্লাহ্ তা'লা এটি বললেই সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন আর তাদেরকে এ কথা বললেই ছেড়ে দেয়া হবে যে, আমরা ঈমান এনেছি আর তাদের কোন পরীক্ষা করা হবে না (সূরা আল্ আনকাবূত: ৩)। এটি আল্লাহ্ তা'লার রীতি এবং সুন্নত পরিপন্থী। ফুঁ মেরে ওলীআল্লাহ্ বানানো আল্লাহ্র রীতি নয়। যদি এমনটি রীতি হতো, তাহলে মহানবী (সা.) এমনই করতেন, আর তাঁর নিবেদিত প্রাণ সাহাবীদের ফুঁ মেরেই ওলীআল্লাহ্ বানিয়ে দিতেন। তাদের পরীক্ষার মুখে ঠেলে দিয়ে মুন্ডপাত করাতেন না আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের সম্পর্কে এই কথা বলতেন না, 'فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا' অর্থাৎ এদের মাঝে তারাও রয়েছেন যারা নিজেদের নিয়্যত এবং মানত রক্ষা করেছেন আর অনেকে এমন আছেন যারা এর অপেক্ষায় আছেন (সূরা আল্ আহযাব: ২৪)।

তিনি (আ.) বলেন, জাগতিক সম্পদ যেখানে কষ্ট এবং পরিশ্রম ছাড়া অর্জন হতে পারে না, সেখানে বড়ই নির্বোধ সে যে মনে করে, ধর্ম অনয়াসেই অর্জিত হয়ে যায়। এটি সত্য কথা যে, ধর্ম সহজ কিন্তু প্রতিটি নিয়ামতের জন্য পরিশ্রম করতে হয়। যদিও ইসলাম এত বেশি পরিশ্রমের কথা বলেনি। হিন্দুদের মাঝে দেখ! তাদের যোগী ও সন্ন্যাসীদের কতইনা তপস্যা করতে হয়, কোথাও তাদের কোমর ভেঙ্গে যায়, কেউ নখ কাটে না। অনুরূপভাবে খ্রিষ্টানদের মাঝে সন্ন্যাসব্রত ছিল। ইসলামে এমন আচরণ বৈধ নয় বরং ইসলাম যে শিক্ষা দিয়েছে তাহলো- 'قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ' অর্থাৎ সেই পরিত্রাণ পেয়েছে যে আত্মশুদ্ধি করেছে (সূরা আশ্ শামস: ১০)। অর্থাৎ যে সর্বপ্রকার বিদআত,

অনাচার, কদাচার, পাপাচার এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা খোদার খাতিরেই পরিহার করে, সকল প্রকার ভোগবিলাসকে পরিহার করে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য কষ্ট-কাঠিন্যকে বরণ করেছে, এমন ব্যক্তিই সত্যিকার অর্থে মুক্তিপ্রাপ্ত। যে খোদাকে প্রাধান্য দেয় সে দুনিয়া এবং এর কৃত্রিম কার্যকলাপকে পরিহার করে।

আমরা নিজেদের জীবনে ব্যবহারিক পরিবর্তন আনয়নকরী হবো, সত্যের গুরুত্বকে অনুধাবন করবো, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেবো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার পর শুধু মৌখিকভাবে নয় বরং বাস্তবিক পক্ষেই তাঁর প্রেরিত হওয়ার উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করবো এবং তা বাস্তবে রূপায়িত করার সচেষ্ট হবো, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উত্তম আদর্শ অনুসরণে সচেষ্ট থাকবো, খোদার সন্তুষ্টিকে সব কিছুর ওপর অগ্রগণ্য করে তা অর্জনের চেষ্টারত হবো— আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমার এই দোয়াই থাকবে। তিনি আমাদেরকে এর তৌফিক দিন।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব যা আইভোরিকোষ্ট-এর মুবাল্লিগ কাসেম তুরে সাহেবের। তিনি সেখানকার স্থানীয় অধিবাসী ছিলেন। ২০১৬ সনের ২৫শে জানুয়ারী তিনি ইহধাম ত্যাগ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ১৯৮৬ সনে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে তিনি একটি ব্যক্তিগত মাদ্রাসা চালাতেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পর তিনি সেই মাদ্রাসা জামাতের হাতে তুলে দেন, যা পরবর্তীতে প্রাইমারী স্কুলে পরিবর্তন করা হয়। ১৯৯০ সনে জামেয়া আহমদীয়া আইভোরিকোষ্ট থেকে মুবাল্লিগ বা মুয়াল্লিম কোর্স সম্পন্ন করার পর দীর্ঘকাল আইভোরিকোষ্টের আদ্যপান্তে তবলীগি সফর করেন, বিভিন্ন শহর এবং গ্রামে আহমদীয়াতের চারা রোপন করেছেন। দীর্ঘ ১০ বছর বেসম অঞ্চলে আঞ্চলিক মুবাল্লিগ হিসেবে তিনি কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। প্রায় একবছর তিনি উর্দূ ভাষা শেখার পেছনে ব্যয় করেছেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত জুলা ভাষায় জুমুআর খুতবার অনুবাদের কাজও অব্যাহত রাখেন। তিনি মূসী ছিলেন। সেখানকার মুবাল্লিগ বাসেত সাহেব লিখেন, তার সাথে এই অধমের পরিচয় হয় ১৯৯৬ সনে। গত ৩০ বছর তিনি জামাতের সেবার সৌভাগ্য পেয়েছেন। ৮৬ থেকে আজ পর্যন্ত জামাতের প্রতি বিশ্বস্ততা, খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা, ইমামের কথার প্রতি ভালোবাসা এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল তার অনন্য বৈশিষ্ট্য। তিনি ব্যক্তিগত আগ্রহের সাথে উর্দূ পড়া এবং লেখা শিখেছেন যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলী থেকে সরাসরি উপকৃত হতে পারেন। এর জন্য দু'বার কাদিয়ানও যান, যেন উর্দূ শিখতে পারেন। ফিরে এসে সাগ্রহে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই-পুস্তক পড়তেন। মুরুব্বী সাহেব লিখেন, আমার সাথে প্রায় সময় ফোনে যোগাযোগ হতো। বিভিন্ন বাগধারা এবং কঠিন শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পদ্যও গভীর আগ্রহ এবং ভালোবাসার প্রেরণা নিয়ে পড়তেন এবং এর মর্ম বোঝার চেষ্টা করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে সুললিত কণ্ঠ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, একবার সফরকালে তিনি এই অধমের কাছে হযরত মসীহ্

মওউদ (আ.)-এর ফার্সী রচনা পড়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, আমি তাকে 'জান ও দিলাম ফিদায়ে জামালে মুহাম্মাদ আস্ত'-এর প্রায় পাঁচটি পংক্তি সুর করে শিখিয়েছি। আমরা যখন গ্রামে পৌঁছি অর্থাৎ যেই গ্রামে যাচ্ছিলাম সেখানের জলসায় তিনি সেই পঙক্তিগুলো সূর করে পড়ে শুনান আর এরপর জুলা ভাষায় এর অনুবাদও করেন। ইসলাম আহমদীয়াত, মহানবী (সা.) এবং ইমাম মাহ্দীর আবির্ভাব সম্পর্কে আরবী, জুলা এবং ফ্রেঞ্চ ভাষায় তিনি নিজেই বহু নযম লিখেছেন এবং নিজেই সুরকার ছিলেন এবং পড়তেন আর মানুষের মাঝে তা খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

২০০৩ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর ইন্তেকালের পর উত্তরাঞ্চলে যা বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং কার্যতঃ দেশের সাথে সংযোগ-বিচ্ছিন্ন ছিল, সেখানে জামাতের বিরোধীরা মিথ্যা প্রপাগান্ডা আরম্ভ করে যে, এদের খলীফা ইন্তেকাল করেছে, এরপর জামাত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এরফলে সেই অঞ্চলের আহমদীদের মাঝে এক প্রকার নৈরাশ্য বিরাজ করে। এই সংবাদ যখন কেন্দ্রে আসে, কাসেম তুরে সাহেবকে এই মিথ্যা অপপ্রচার খণ্ডনের জন্য পাঠানো হয়। সেই দিনগুলোতে উত্তরাঞ্চলের সফর করা বড়ই কঠিন এবং বিপজ্জনক ছিল কিন্তু কাসেম সাহেব বাস, ট্রাকটর, ট্রলি এবং মটর সাইকেল আর গাধার গাড়ীতে বসে এবং পায়ে হেঁটে জঙ্গল অতিক্রম করে অবশেষে এই জামাতগুলো পর্যন্ত পৌঁছেন। সেসব এলাকায় পুনরায় তবলীগ করেন এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় খিলাফত ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে আর এরফলে আহমদীদের মনোবল দৃঢ় হয় আর এই সফরের ফলে অনেক জামাতে নতুন প্রাণ সঞ্চার হয়। এভাবে অপপ্রচারকে অমূলক প্রমাণ করার তাঁর সৌভাগ্য হয়। তবলীগের জন্য তিনি প্রায় সময় পুরো মাস অনবরত সফর করতেন। খুবই পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার পরবর্তী প্রজন্মকেও জামাতের সাথে বিশ্বস্ততাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।